22 MAY 2016

তারিখ · 22 MAY 2016

পৃষ্ঠা ··· ২ ··· কলাম ··· ২

দৈনিক আমাদের সময়

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

অবসর-কল্যাণভাতা প্রাপ্তির পথ সুগম হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণসুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ভোগান্তি কমাতে সরকার এ খাতে সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে অবসর সুবিধার জন্য ৫০০ কোটি টাকা 'সিডমানি' ও ১০০ কোটি টাকা থোক হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। আর কল্যাণ সুবিধার জন্য থোক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা। এ ছাড়া এই খাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া মাসিক টাকার পরিমাণও বাড়ানো হচ্ছে। নতুন পদক্ষেপের ফলে আবেদন জমাকারীদের অবসর ও কল্যাণসুবিধার টাকা পাওয়ার পথ সুগম হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গতকাল রাজধানীর ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ মিলনায়তনে এ বছর হজে যেতে ইচ্ছুক অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণসুবিধার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা জানান। অনুষ্ঠানে অবসরে যাওয়া ১ হাজার ৩৭ জনকে অবসর ও কল্যাণসুবিধার জন্য ৪৯ কোটি ৪১ লাখ ৪৮ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অবসরে যাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধার টাকা যথাযথ সময়ে পরিশোধ করতে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নিয়ে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে এত দিন মূল বেতনের যে অংশ কেটে রাখা হতো, তার হারও বাড়ানো হচ্ছে। প্রতি মাসে একেকজন শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে অবসরের জন্য মূল বেতনের ৬ শতাংশ ও কল্যাণসুবিধার জন্য ৪ শতাংশ টাকা করা হচ্ছে। বর্তমানে একেকজন শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে অবসরের জন্য ৪ শতাংশ ও কল্যাণসুবিধার জন্য ২ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হয়।

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার চার বছর পরও অবসর ও কল্যাণসুবিধার টাকা পান না। এই তহবিলে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকায় এ নিয়ে তাদের ভোগান্তির শেষ নেই। সারা দেশে এমপিওভুক্ত (সরকার থেকে মূল বেতনের শতভাগ পান) শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার।